بسم الله الرحمن الرحيم

আহ্‌মদীয়া-বুলেটীন।

(বঙ্গীয় আঞ্জমানে আহমদিয়ার রিপোর্ট)

৩য় বর্ষ। ২য় সংখ্যা।	নভেম্বর,—১৯২৪ ইং	সডাক বার্ষিক মূল্য ॥/০ প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা।

"হে আমাদের রব! আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটী এবং সীমা লঙ্ঘনজনিত অপরাধ ক্ষমা করিও এবং আমাদের পদক্ষেপ স্থির রাখিও এবং আমাদিগকে বিধর্ম্মীদিগের প্রতিকূলে সাহায্য করিও।" আমীন!

লণ্ডন সহরে সর্ব্বপ্রথম খোদার ঘর।

বিগত ১৯শে অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ন ৪টার সময় হজরত খলিফাতুল মছিহ্ লণ্ডনের মেলরোজ রোডে সর্ব্বপ্রথম মসজিদের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে মসজিদের ইমাম একটী অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। তৎপর উপস্থিত সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে অগ্রসর হন। কোরাণ শরিফ তালাওতের পর হজরত একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটীর সারমর্ম্ম এই—মসজিদ খোদাতালার ঘর। এই ঘরে কাহারও অধিকার নাই যে, ধর্ম্ম বিশ্বাসের মতভেদ হেতু কেহ কাহাকেও উপাসনায় বাধা দেয় অথবা বাহির করিয়া দেয়। আমি ঘোষণা করিতেছি যে এই মসজিদ এক খোদার এবাদতের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইতেছে। আমরা কাহাকেও এই মসজিদে আল্লার এবাদত করিতে বারণ করিব না; তবে তাঁহাকে মসজিদের ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে এবং তিনি ইহার স্থাপয়িতাগণের উপাসনায় কোন বিঘ্ন জন্মাইবেন না। আমি ভরসা করি এবং ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই মসজিদ সকল প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিয়া মানুষের মধ্যে শান্তি, প্রেম ও ভ্রাতৃভাব আনয়ন করিবে। যতদিন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দ্বন্দ্ব কলহ দূর হইয়া সাম্য ও প্রেমের যুগ আরম্ভ না হইবে ততদিন আহমদীয়া জমায়াত সর্ব্বপ্রকার আত্মবলিদানে কুণ্ঠিত হইবে না। এই মজলিসে পৃথিবীর যাবতীয় দেশ সমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ইংলণ্ড, জাপান, জার্ম্মাণী, আমেরিকা, ইটালী, হাঙ্গেরী, সুইডেন জেকোশ্লোভিয়া, এস্থোনিয়া, মিশর, ভারত প্রভৃতি কোন দেশের প্রতিনিধি বাদ ছিলেন না। বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকও উপস্থিত ছিলেন যথা—খৃষ্টান, মোসলমান, হিন্দু, পারসী, ইহুদী ইত্যাদি। যদিও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল ও বৃষ্টিপাত হইতেছিল তথাপি অন্যূন ২০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। বিদেশী রাজন্য-বর্গের মন্ত্রীও জন কতক উপস্থিত ছিলেন। তুরস্ক, আলবেনিয়া ও ফিনলণ্ডের বিদেশী মন্ত্রীগণ অসুস্থতা হেতু উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। ইংলণ্ডের তিনটী প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণও উপস্থিত ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, ইলেকসন ব্যাপারে আমি সহরে থাকিব না বলিয়া আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলাম না। বক্তৃতা শেষ হইলে হজরত খলিফাতুল মছিহ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর যথাস্থানে স্থাপন করেন এবং দোয়ার জন্য হস্ত উত্তোলন করেন। ফটোগ্রাফার ও সিনেমাওয়ালাগণ এই দৃশ্যটীর ফটো তুলিয়া লয়। তৎপর সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে চা-পানে আহ্বান করা হয়। তাঁহারা সকলে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করেন এবং ছেলছেলা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেন। হজরতের খাদেমগণের সহিত ও তাঁহাদের অনেক কথাবার্ত্তা হইতে থাকে। সভাভঙ্গের পরও অনেক ভদ্রলোক ও রাজপ্রতিনিধি অনেকক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। এই ভিত্তি প্রস্তরখানির উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত হইয়াছে:—

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ ; نصلی علی رسوله الكريم

خدا کے فضل و کرم کے ساتھه

هو ناصر

ان صلواتی و نسکی و محیای مماتی لله رب العالمین

আমি মির্জ্জা বসির উদ্দিন মাহমুদ আহমমদ খলিফাতুল মছিহ আহমদীয়া জমায়াতের ইমাম যাহার কেন্দ্রস্থল ভারত-বর্ষের অন্তর্গত পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ানে অবস্থিত, অদ্য ১৩৪৩ হিজরীর ২০শে রবিউল আউয়াল তারিখে আল্লাতালার কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার নামের মহিমা প্রচার ও ইংলণ্ডবাসী-গণকে আমরা তাঁহার যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি তাহার অংশীদার করার অভিপ্রায়ে এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে আহমদীয়া জমাআতের সকল পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের এই বিনীত ও আন্তরিক চেষ্টা তিনি যেন কবুল করেন; এই মসজিদের দিন দিন উন্নতির উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেন এবং ইহা যেন চিরকাল পবিত্রতা, ধর্ম্মভয়, ন্যায়-পরায়ণতা ও ভ্রাতৃভাব প্রচারের কেন্দ্রস্থল হয়। খোদা করেন যেন হজরত খাতামান্নাবীয়ীনের (দঃ) ও তাঁহার খলিফা ও প্রতিচ্ছায়া, খোদার নবী ও রছুল হজরত মছিহ্‌মাউদের (দঃ) স্বর্গীয় জ্যোতির মঙ্গলময় আভা ইংলণ্ড ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহকে আলোকিত করে। আমীন। ১৯শে অক্টোবর ১৯২৪।"

('আলফজল' হইতে)

জামায়াতের এছলাহ্‌।

আপোষে বিবাদ ও কলহ :—আল্লাতালা কোরাণ করিমে মোমেনগণের যে সকল গুণ বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্যে একটী গুণ এই والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل অর্থাৎ বুদ্ধিমান মোমেনগণের و يخشون ربهم و يخافون سوء الحساب এই গুণ থাকিবে যে, যে সকল বিষয় গুলি একত্র করার হুকুম আল্লাতালা দিয়াছেন এবং যে সকল সম্বন্ধ বহাল রাখা তাঁহার আদেশ, সেগুলি মিলিত করিবে ও বহাল রাখিবে। যাহারা প্রকৃত মোমেন তাঁহারা এই আদেশ মানিয়া চলেন কারণ তাঁহাদের অন্তরে সর্ব্বদা খোদার ভয় জাগরুক থাকে। এই কারণে নবীগণকে যে জমায়াত কবুল করে, সেই জমায়াত সর্ব্বদা সকল রকমের কলহ ও দলাদলি হইতে বিরত থাকে। অন্যত্র আল্লতালা ফরমাইয়াছেন—واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا অর্থাৎ আল্লার রজ্জু সকলে মজবুত করিয়া ধর, দলাদলি ও কলহ করিও না। আর খোদাতালার রহমতের কথা স্মরণ কর, আগে তোমরা দুষমন ছিলে কিন্তু এক্ষণে খোদাতালা তোমাদের মধ্যে এমনি প্রেম ও ভালবাসার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন যে এক্ষণে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হইয়াছ। অতএব যিনি প্রকৃত মোমেন তিনি এই আদেশ পূরাপুরি পালন করিবেন। আপোষে বিবাদ বিসম্বাদ করিও না। আল্লাতালা তোমাদিগকে তৌহিদ রূপ যে মহামূল্য রত্ন দিয়াছেন তাহা ঝগড়া বিবাদ করিয়া হারাইও না।

মতভেদ দুই কারণে হইতে পারে। এক রকম মতভেদ আছে যাহা কেবল বাহ্যিক মছলা মছায়েল লইয়া। এরূপ মতভেদ থাকিবেই, কারণ মানুষের স্বভাব নানান রকমের সুতরাং তাহার চিন্তার ধারা ও পাঁচ রকমের হইতেই হইবে। এই সকল মতভেদের দরুণ দলাদলি সৃষ্টি করা উচিৎ নহে। তাহাতে জমাআতের একতা নষ্ট হইয়া যায়। মোছলমানদের এই অসতর্কতার কারণে নূতন নূতন দলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইছলামের ভয়ানক ক্ষতি করিয়াছে, এই সামান্য সামান্য কারণে নূতন ফেরকার উৎপত্তি। ছোট খাটো মতভেদের উপর এমনি জোর দেওয়া হইয়াছে যে একদল অন্যদলকে কাফের বলা সুরু করিয়াছে। ইহাতে ইছলামের একতার শিকড়ে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। প্রত্যেক মোমেন এই প্রকার বাহ্যিক বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন যেন মতভেদ হেতু জমাআতের মধ্যে ঝগড়া ও দলাদলির সৃষ্টি না হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের মতভেদ ধর্ম্ম বিষয়ে নহে, তাহা ব্যক্তিগত—সাংসারিক কাজ কারবার লইয়া হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে আল্লাতালা ফরমাইয়াছেন انما المومنون اخوة و اصلحوا بين اخويكم মোছলমানগণ একে অন্যের সহোদর ভাই যদি তাহাদের মধ্যে কোন বিষয় লইয়া মতভেদ ও কলহ হয় তবে অন্যান্য ভ্রাতাদের ফরজ যে তাহাদের মধ্যে মিটমাট করিয়া দেয়। বিবাদ বিসম্বাদ দ্বারা পরস্পর ভ্রাতৃভাব কমিয়া যায়। অতএব প্রত্যেক মোমেনের কর্ত্তব্য সকল প্রকারের ঝগড়া হইতে বিরত থাকা।

এই প্রকার বিবাদ ও কলহ হইতে বাঁচিয়া থাকার উপায়ও আল্লাতালা কোরাণ শরিফে বলিয়া দিয়াছেন যেমন :—

يا ايها الذين امنو لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم و لا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن الخ

পরস্পর বিবাদের সূত্রপাত কেমন করিয়া হয় তাহা এই আয়াতে সুন্দররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ১। কোনও পুরুষ অপর কোন পুরুষকে কিম্বা কোনও স্ত্রীলোক অপর কোন স্ত্রীলোককে তাহাদের বাহিরের কি ভিতরের কোনও দোষ দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এমন হইতে পারে তাহাদের এমন গুণ আছে যে কারণে খোদাতালা তাহাদিগকে তোমাদের চেয়ে অধিক ভাল জানেন। ২। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর দোষারোপ করিয়া তাহাকে বিকৃত নামে ডাকিয়া থাকে—ইহা বড় অন্যায় কাজ—ইহা হইতে বিরত থাকিবে। এই ক্ষুদ্র কারণ হইতে পরিণামে ভয়ানক শত্রুতার সৃষ্টি হয়। ৩। কাহারও প্রতি ভ্রান্ত মত পোষণ করিও না। কাহারও কার্য্য স্থূলদৃষ্টিতে অন্যায় বোধ হইলেও তৎক্ষণাৎ ভ্রান্ত ধারণা যেন না হয় যে লোকটী খারাপ। হয়ত তাহার কার্য্যের ভিতর এমন সব কারণ আছে যাহা তুমি জান না। জানিলে তাহাকে দোষী বলিতে না। অনেক শত্রুতা ও বিবাদের অন্তরালে এইরূপ সামান্য কারণ নিহিত থাকে। ৪। কাহারও ভিতরের অবস্থা জানিবার জন্য উৎসুক হইও না ও ছিদ্রান্বেষণ করিও না। ৫। কাহারও নিন্দা করিও না। তোমার ভ্রাতার দোষ কাহারও কাহারও কাছে বলিও না—সত্য হইলেও প্রকাশ করিও না। আল্লাতালা বলিয়াছেন পরনিন্দা করিও না। পরনিন্দা করা আর মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা একই কথা। আমাদের সকলের কর্ত্তব্য আল্লাতালার এই আদেশগুলি স্মরণ রাখা ও তদনুযায়ী আমল করা। তিনি যেন আমাদিগকে তওফিক দেন।

পর নিন্দা :—এমন অনেক বিষয় আছে যাহা স্থূল দৃষ্টিতে অতি সামান্য বোধ হয়। এই সমস্ত বিষয় লোকে নিতান্ত অবহেলা করে। অবহেলার পরিণাম ফল অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা হাজার হাজার লোকের প্রাণে ব্যথা দেয়। এই প্রকার কথার মধ্যে একটা হইতেছে এক জনের দোষ আর এক জনের কাণে লাগান বা চোগলখোরী করা। চোগলখোরী একটা পাপ।

কেহ কাহারও দুর্ণাম শুনাইতে আরম্ভ করিলে শ্রোতার কর্ত্তব্য বক্তাকে নিষেধ করে। দুর্ণাম সত্য হইলেও এক ভাইয়ের অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা করা হইতেছে। অনেক সময় শ্রোতা এই প্রকার চোগলখোরা বা পরনিন্দা থামাইয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত আমোদের সহিত শুনিতে থাকে এবং আসর গরম রাখে। আবার যাহার দুর্ণাম শোনে তাহার নিকট যাইয়া বলে অমুক লোক বা স্ত্রীলোক তোমার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছে। এই প্রকারে এক পাপ করিল, পরের নিন্দা শুনিয়া, দ্বিতীয় পাপ করিল—যাহার নিন্দা শুনিয়াছিল তাহাকে বলিয়া। এই প্রকারে আর এক জনের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। এই অবস্থায় লোকের কর্ত্তব্য প্রথমতঃ পরের নিন্দা না শোনা। যদি কাহারও দুর্ণাম কানে পৌছিয়া যায় তাহা হইলে উচিত যাহার নিন্দা শুনিল তাহাকে না শুনায়। কারণ এই প্রকার করিলে গৃহ বিবাদ ও কলহ বাড়ে। ফলে কাটা কাটি লাঠালাঠি হইতে পারে। অনেক সময় লোকে সরল মনে বন্ধুত্বের খাতিরে অন্যের সামনে বলে; তাহার মনে ঝগড়া কলহ সৃষ্টি করিবার কোনই ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু এইরূপ কথা কানে লাগান সহানুভূতি বা বন্ধুত্ব নহে। পরন্তু এইরূপ করিয়া শত্রুতাই করা হয়। হাদিস শরিফে পাওয়া যায়—

একদা হজরত রছুলে করিম (দঃ) দুইটী কবরের নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে এই দুই কবরেই আজাব (শাস্তি) হইতেছে। এই শাস্তি কোন বড় পাপের জন্য নহে। ইহারা সামান্য চেষ্টা করিলেই ঐ পাপ হইতে বাঁচিতে পারিত। বস্তুত ঐ পাপ উহাদের জন্য গুরুতর হইয়া দাড়াইয়াছে কারণ ঐ পাপের জন্যই ইহারা শাস্তিভোগ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একজন চোগলখোর ছিল—একজনের নিন্দবাদ আর একজনের কানে লাগাইয়া বেড়াইত। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রস্রাব করিয়া জল ব্যবহার করিত না অথবা অন্যের সুবিধা অসুবিধার কোন খেয়াল রাখিত না। এই কারণেই ইহারা শাস্তিভোগ করিতেছে। আল্লাতালা এক মহান উদ্দেশ্যে তাঁহার রছুলকে ঐ দুই কবরের অবস্থা জানাইয়াছিলেন। তাঁহার কোন কার্য্যই উদ্দেশ্য বিহীন নহে। এই ঘটনা জানাইবার উদ্দেশ্য এই যে লোকে এই শ্রেণীর বিষয়গুলি সামান্য মনে করিয়া অবহেলা না করে। ফল কথা পরনিন্দা বা চোগলখোরী বাহ্যদৃষ্টিতে সামান্য বোধ হইলেও ইহার পরিণাম ফল অতি ভীষণ। এ বিষয়ে সাবধান হওয়া একান্ত আবশ্যক।

জামাতের খেদমতে চীফ সেক্রেটারীর নিবেদন।

বৎসরের প্রথম মাস অতিত হইল। খোদাতালার দয়া এবং অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আমরা পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। আশা করি তিনি আমাদের পূর্ব্বদোষ ক্ষমা করিয়া পুনরায় তাঁহার বাঞ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে তওফিক দিবেন।

আমাদের সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য ইমান এবং তকওয়াতে উন্নতি লাভ করা এবং দেশবাসীগণকে প্রকৃত ইসলামের সংবাদ দেওয়া। এই উদ্দেশ্যদ্বয় প্রত্যেক আহমদি ভ্রাতা ও ভগ্নি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

আমাদের ইহা বসিয়া থাকিবার সময় নয়। খোদাতালার ফজলে আমরা সত্যপথ পাইয়াছি, উপযুক্ত নেতা লাভ করিয়াছি। জগৎও সত্য জানিবার জন্য এবং গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত। এরূপ স্বর্ণ সুযোগ হারাইলে পুনরায় পাওয়া দুষ্কর।

যে ভ্রাতাদিগের উপর আঞ্জমনের কার্য্যভার আছে, সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী এবং ইমামগণ, তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য আঞ্জাম দিবার জন্য পূর্ণভাবে চেষ্টা করিবেন। জামাতের সকল মেম্বরগণই কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্মরণ রাখিবেন।

কেবল ইমান আনিয়াছি বলিলে ইমান পূর্ণ হয় না। কার্য্যতঃ আমাদিগকে আমাদের ইমানের পরিচয় দিতে হইবে। ইমানের পরিচয় এই যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে আমরা নিজ নিজ স্বার্থে জলাঞ্জলি দেই। দিনকে দুনিয়ার উপর মোকদ্দম করি।

ভাই সেক্রেটারী সাহেবগণ, আপনারা ইমামদিগের সহিত এবং জামাতের মেম্বরগণের সহিত ঘন ঘন মিলিয়া মিশিয়া এবং পত্র বিনিময় দ্বারা তাহাদিগকে উৎসাহিত এবং কার্য্যে অনুপ্রানিত করুণ।

ভাই ইমাম সাহেবগণ, আপনারা নিজ নিজ মহাল্লার মেম্বরদিগের জ্ঞান, তাকওয়ার উন্নতি সাধন এবং আঞ্জমনের কার্য্যে পূর্ণ ভাবে সাহায্য করিতে যত্নবান হউন।

জামাতের প্রত্যেক ভ্রাতা, আপনারা যে উদ্দেশ্যে এই পাক সেলসেলায় দাখেল হইয়াছেন তাহা পূর্ণ ভাবে লাভ করিতে চেষ্টিত থাকুন। আমাদের বিশেষ অনুরোধ এবার যেন ভ্রাতাগণ নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট চাঁদা রীতিমত আদায় করিতে এবং বকেয়া চাঁদা শোধ করিতে ত্রুটি না করেন। যেন এ বৎসর প্রস্তাবিত প্রোগ্রাম অনুরূপ কার্য্য আঞ্জাম করিতে বিঘ্ন না ঘটে। এবং সত্বর একটী প্রেস সংগ্রহ করিতে আমরা সক্ষম হই।

ভগ্নিগণ, আপনাদিগের নিকট এই অনুরোধ করি যেন নিয়মিতরূপ মুষ্টি আদায় করিতে কেহই গাফেল না থাকেন। এবং পূর্ব্বকালের মুসলমান মহিলা হজরৎ খোদেজা, হজরৎ আয়েশা, হজরৎ ফাতেমা (রাজি আল্লাহ আনহো) যেরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন আপনারাও তদ্রূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে সচেষ্ট হউন।

শেষে খোদাতালার নিকট ইহাই দোয়া করি যেন তিনি আমাদিগের জড়তা এবং অক্ষমতা দূর করিয়া আমাদিগকে তাহার ইচ্ছানুবর্ত্তী এক জীবন্ত কওম গঠন করিয়া তোলেন। আমীন!

তবলিগ বিভাগের সেক্রেটারীর পত্র।

ভ্রাতৃগণ,

আচ্ছালাম আলায়কোম ও রহমাতুল্লাহে বরাকাতুহু। জমাআত আমার উপর যে দায়ীত্বের বোঝা চাপাইয়াছেন তৎসম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিতেছি :—

আমরা সকলেই আল্লার দাস এবং একমাত্র তাঁহাকেই সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের সকল কাজ করিতে হইবে। আল্লাহ আমাদের পরিচালক, তিনি আমাদের একমাত্র রক্ষক, তাঁহারই আমরা এবাদত করি এবং একমাত্র তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে প্রচার কার্য্য অর্থাৎ সত্য যাহাতে বিস্তার লাভ করে এই কার্য্য শুধু ব্যক্তি বিশেষের নহে, আমরা প্রত্যেকেই যেন ইহা একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করি। জমাআত কর্ত্তৃক নিযুক্ত কতিপয় প্রচারকের উপর নির্ভর করিলে অন্যান্য ভ্রাতাগণের শক্তির অপচয় করা হইবে এবং তাহারা ক্রমে সকল কার্য্যে অপারগ হইয়া উঠিবে। আল্লাতালা তাহাদিগকে সত্যকে চিনিয়া লইবার শক্তি দিয়াছিলেন বলিয়া তাহারা হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সত্যের জ্যোতিঃ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ণ চন্দ্র হজরৎ মসিহ্ মৌদের শিষ্যত্ব লাভ করিয়াছে। অতএব প্রত্যেক আহমদীর ইহা একটী পবিত্র কর্ত্তব্য যে, তিনি যে সত্যকে লাভ করিয়া আজ সৌভাগ্যবান তাহা ঘরে ঘরে প্রচার করেন এবং মানব জাতীর প্রতি পূর্ণ শান্তি, সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃভাব কার্য্যতঃ দেখান, যেন প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে সেই জ্যোতিঃ প্রবেশ লাভ করিয়া তাহাকে অনন্ত সুখের অধিকারী করে। অতএব আমার একান্ত অনুরোধ যে প্রত্যেক ভ্রাতাই সপ্তাহে অন্ততঃ ৩ ঘণ্টাকাল তবলাগের কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এই ৩টী ঘণ্টা তিনি তাঁহার সুবিধামত মনোনীত করিবেন এবং এমনি তন্ময় হইয়া এ কাজে লাগিয়া পড়িবেন যেন বাহিরের জগৎ তাঁহার জন্য অস্তিত্বহীন, যেন তিনি সংসারের প্রতি মৃত ও একমাত্র আখেরাতের প্রতি জীবিত। তিনি মনে করিবেন যেন তাঁহার প্রাণ হজরত খলিফাতুল মছির হস্তে উৎসর্গ করা হইয়াছে—এই তিনটী ঘণ্টার জন্য—এবং তাঁহার মধ্য দিয়া হজরত মছিহ মউদ (দঃ) ও তাঁহার মধ্য দিয়া হজরত রছুলে করিমের (দঃ) হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে। তিনি ধীর, স্থির, সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবেন। তিনি সকল প্রকার কুৎসা, অত্যাচার, পীড়ন উপেক্ষা করিবেন। কাবুলের আমিরের মত তাঁহাকে প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা সংহার করিতে চাহিলেও তিনি সত্যের পথ হইতে একতিল সরিবেন না। এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া তিনি আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবর্গ ও গ্রামবাসীগণের সমক্ষে উপস্থিত হইবেন এবং অন্ততঃ ১ জন হিন্দু ১ জন খৃষ্টান ও ১ জন গায়ের আহামদী ও তদাভাবে ৩ জন গায়ের আহামদীকে বাছিয়া লইবেন ও তাহাদিগকে ক্রমাগত তবলিগ করিতে থাকিবেন। প্রচার কার্য্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া নামাজের সময় এবং বিশেষ করিয়া তাহাজ্জতের সময় আল্লাতালার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিবেন যেন তাহাদের হৃদয়ের অর্গল উন্মুক্ত হইয়া সত্যে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপ সপ্তাহে ঐ ৩টী লোককে প্রচার করিতে হইবে—যে পর্য্যন্ত না তাহারা সত্যকে গ্রহণ করে অথবা তাহার মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে তিনি ৩ জন করিয়া নূতন লোক মনোনীত করিবেন ও কাজ করিতে থাকিবেন। যদি কোথাও দরকার হয় নিযুক্ত প্রচারকগণ তাঁহার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইবেন। 'ইনসাআল্লা' আমিও এই প্রণালীতে কাজ করিব। দয়াময় আল্লাতালা যেন আমাদের চেষ্টা ফলবতী করেন। আমীন।

তালিম বিভাগের সেক্রেটারীর পত্র

কোন্ সৌভাগ্যের ফলে আমরা হজরত মছিহ মউরেদ গোলামীর দপ্তরে নাম লিখাইতে পারিয়াছি তাহা সেই করুণাময়

সুহৃদ খোদাতালাই জানেন। তবে একটা কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, এই ছাআদতে আমাদের কোন সুকৃতির ফলে নহে। ভ্রাতাগণ, আমরা কি তাঁহার এত বড় দানের জন্য সোকর গুজর হইব না? তাঁহার সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিব না? প্রত্যেক আহামদীর স্কন্ধে তাহার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে একটী গুরুতর দায়ীত্ব চাপিয়াছে। সে দায়ীত্ব কি? না, আমরা যেন হজরত মছিহমউদের গোলাম বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারি। শুধু বয়েত গ্রহণ করিলেই দায়ীত্বের শেষ হইল না, বয়েত গ্রহণের পর দায়ীত্ব আরম্ভ হইল। প্রথম দায়ীত্ব আমাদের প্রত। আহামদী হইলাম বলিয়াই কি আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত চরিত্রের দোষগুলি খসিয়া পড়িল? জলে নামিলেই কি আমাদের গায়ে ভরা ময়লা আপনি ধুইয়া যাইবে, যদি না আমরা গাত্র মার্জ্জনা করি? হীরক খণ্ডটী যখন খনি হইতে বাহির হয় তখন তাহার এমনি চেহারা থাকে যে একজন আনাড়ি লোক পয়সা দিয়াও উহাকে খরিদ করিবে না, কিন্তু কিছুকাল অপেক্ষা কর সুনিপুন কারিগরের হাতে উহাকে দুদিন রাখ, দেখিবে উহাকে মাজিয়া ঘসিয়া এমনি উজ্জ্বল করা হইয়াছে যে রাজা রাজরাও উহার উপযুক্ত মূল্য সংগ্রহ করিতে পারে না। অতএব আমাদের প্রত্যেক আহমদীকে চরিত্র সংশোধনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। হজরত মছিহমউদের নির্দ্দেশ মত আল্লার হুকুম আহকাম সম্পূর্ণরূপে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া তামিল করিলে আমরা হীরকখণ্ডের মত উজ্জ্বল হইব। তখন গায়ের আহামদীর সহিত বেশী বাকযুদ্ধ করিতে হইবে না। আমাদের নেক নমুনাই তাহাকে পরাজিত করিবে এবং খোদা চাহেত ছেলছেলার ভিতর টানিয়া আনিবে।

দ্বিতীয় দায়ীত্ব আমাদের স্ত্রী, ভগ্নী, ও সন্তান সন্ততীকে ও উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। বাইবেলে একটী কথা আছে "বৃক্ষ তাহার ফল দ্বারা পরিচিত হয়।" আমাদের পরিবারের মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে হইবে যে তাহাদের মধ্যে ও গায়ের আহামদীর মধ্যে তফাৎ আপনিই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তাহাদিগকে আমাদের নেক নমুনা দেখাইতে হইবে ও নেক শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষার এমন বন্দোবস্ত করিতে হইবে যে আহামদীগণের কোন সন্তান নিরক্ষর না থাকে। আল্লার ফজলে আমাদের সমবেত চেষ্টায় কি না হইতে পারে? আমরা প্রত্যেক ভ্রাতাই প্রত্যেক ভগ্নীই আসুন আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে জমাতের তালিম ও তরবিয়তের জন্য আমরা সকল প্রকার কোরবানী করিতে বিমুখ হইব না। আল্লাতালা আমাদের এই আন্তরিক সদভিপ্রায় পূর্ণ করুন। তাঁহার নামের জয় হউক। আমীন।

ইমামদিগের মাসিক রিপোর্টের সমালোচনা।

ইমামদিগের মাসিক রিপোর্ট পুনরায় অক্টোবর মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই মাসে নিম্নলিখিত ২৭টী মহাল্লার ইমামদের রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। যথা—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া বাজার, আহমদিপাড়া, ঘাটুরা, ভাদুঘর, গোকর্ণঘাট, রছুলপুর, পৈরতলা, নাটাই, হরিনাদি, পুনিয়ট, কাউতলি, ফকীরহাটী দাতিয়াড়া খালিয়ারা, দিগদাইড, ভরৎপুর, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর ঈশ্বরগঞ্জ, চুচুরা, দেবগ্রাম, সরাইল, সেরাজগঞ্জ, করুড়া, তারুয়া, মুড়াইল। খোদাতালা তাঁহাদিগকে এবং সকল ভ্রাতাকেই অধিকতর উৎসাহের সহিত ভবিষ্যতে কার্য্য করিবার তওফিক দান করেন। এ মাসে নাটাই, ভাদুঘর, ঘাটুরা, দিগদাইড়, এবং চট্টগ্রামে জামাতের কার্য্য সর্ব্বাধিক সুচারুরূপে আঞ্জাম হইয়াছে। অন্যান্য ইমামগণও নিজ নিজ কার্য্যে মনোযোগী হইলে খোদার ফজলে অচীরেই জামাতের অবস্থা সম্যক পরিবর্ত্তন হইবে।

এ স্থলে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি ইমাম সাহেবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক রিপোর্ট পূর্ণভাবে লিখিবেন। অক্তিয়া নামাজে এবং সন্ধ্যা বৈঠকে যাহাতে সকল আহমদি উপস্থিত হন তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন। যাহারা কোরাণ শরিফ পাঠ করিতে পারে না তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন। অন্ততঃ পাঠের সময় মজলিসে বসিতে অনুরোধ করিবেন। আহমদি মহিলাগণ যাহাতে সকলেই নামাজ পড়েন এবং কোরাণ শরিফ পড়িতে শিখেন তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন। সেলসেলার সংবাদ যাহাতে সকল আহমদি পুরুষ এবং স্ত্রীলোক পাইতে পারে তজ্জন্য 'বুলেটীন' এবং 'আলবুশরাতে' খাস মজমুন প্রকাশ করা হইবে। এই দুই কাগজ সকল স্ত্রী পুরুষকে পড়াইবার বা শুনাইবার তদবির করিবেন। সকল আহমদি বালক বালিকা যাহাতে শিক্ষা পায় তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। আঞ্জমনের মক্তব না থাকিলে সাধারণ স্কুল পাঠশালাতে তাহাদিগকে ভর্ত্তি করাইয়া দিবেন। আহমদি ভ্রাতাদের মধ্যে যেখানে বিবাদ আছে তাহা মীমাংসা করাইয়া দিবেন এবং আবশ্যক হইলে হজরৎ আমীর সাহেবের সাহায্য লইবেন। কাহারও সাংসারিক বিশেষ কষ্ট থাকিলে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন এবং আঞ্জমন হইতে সাহায্য আবশ্যক হইলে হজরৎ আমীর সাহেবকে জানাইবেন। কোন আহমদি পুরুষ বা স্ত্রী যাহাতে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন না করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। মুষ্টি এবং চাঁদা যাহাতে সকল আহমদিগণই রীতিমত আদায় করেন তজ্জন্য তাকিদ করিবেন।

ইমামদিগের দায়িত্ব অতীব গুরুতর। তাঁহাদের যত্ন এবং পরিশ্রমের উপরেই জামাতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদের কার্য্যের বাধা বিঘ্ন সম্বন্ধে আমাকে জানাইলে এনশাআল্লা আমার ক্ষমতা মত আমিও তাহা দূর করিবার জন্য প্রয়াস পাইব।

চিফ সেক্রেটারী।

অর্থ বিভাগের মাসিক রিপোর্ট

মাহে—অক্টোবর, সন ১৯২৪ ইং।

আয়

১।	মাসিক চাঁদা	১৬৬৲
২।	মুষ্টির আয়	২৩॥৴.৫
৩।	৮ম বার্ষিক জলসার চাঁদা	১২১।৶
৪।	নজরানা	৫৲
৫।	কোরবাণীর খালের মূল্য	৩৵০
৬।	জাকাত	১০৲
৭।	আলবুশরার মূল্য	১৲
৮।	অনিয়মিত দান	৴৫
৯।	স্থানীয় মসজিদের খরচের জন্য দান	১।০
	এই মাসের মোট আয়	৩৩১॥০
	গত বৎসরের তহবীল	৩৩৪৸৶৫
	মোট তহবীল	৬৬৬৶৫

ব্যয়

১।	জনাব মুফতি সাহেবের কাদিয়ান হইতে ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আসা যাওয়ার খরচ প্রেরণ (মুফতি সাহেবের আগমন বর্ত্তমানে স্থগিত হওয়ায় এই ১০০৲ টাকা মাসিক চাঁদা স্বরূপ জমা দিবার জন্য কাদিয়ানে পত্র লিখা হইয়াছে।)	১০০৲
২।	৮ম বার্ষিক জলসার খরচ	১৮৬৸১৫
৩।	কাদিয়ানে মাসিক চাঁদা প্রেরণ	২৮৵০
৪।	এসোসিয়েশনের প্রচারকের যাতায়াত খরচ	৮।৴১০
৫।	স্থানীয় মসজিদের খরচ	।৶০
৬।	ম্যানেজারের বেতন	৭৲
৭।	শিক্ষকগণের বেতন	২৩৲
৮।	লাইব্রেরীর পুস্তক বাঁধান খরচ	২৲
৯।	বাজে খরচ	২২।৶১০
	মোট খরচ	৩৭৮৵১৫

মোট তহবিল——৬৬৬৶৫

এই মাসের মোট খরচ——৩৭৮৵১৫

অবশিষ্ট তহবীল ২৮৮।১০